দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...14 DEC 1995 ... ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

65

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

পঁচাত্তর ভাগ ছাত্রছাত্রী হলে থাকার সুযোগ থেকে বঞ্চিত

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (কুষ্টিয়া), ১৩ই ডিসেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘদিনের ছাত্রছাত্রীদের আবাসিক সমস্যার এখনও কোন সমাধান হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২টি বিভাগে অবস্থানরত ৬০টি বর্ষের সব মিলে ছাত্রছাত্রী হল ৩৭শ'। বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি হলে আবাসিক সুবিধা আছে মাত্র ৯শ' ২০ জন ছাত্রছাত্রী। মোট ছাত্রছাত্রীদের ৭৫ দশমিক ১৪ ভাগ ছাত্রছাত্রী আবাসিক হলে থাকায় সুযোগ থেকে বঞ্চিত। ছাত্রীদের মধ্যে আবাসিক হলে থাকার সুযোগ পায় না শতকরা ৬৩ দশমিক ৩৩ ভাগ। ছাত্রদের মধ্যে ৭৬ দশমিক ৭৮ ভাগ হলে থাকতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক হল আছে মাত্র তিনটি। ছাত্রীদের জন্য খালেদা জিয়া হলের সিট ক্যাপাসিটি ২শ'টি। অথচ বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীর সংখ্যা ৬শ'। জিয়া হলে ৫শ' ৪জন ছাত্রের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। জিয়াউর রহমান হলে সিট ক্যাপাসিটি আছে মাত্র ২শ' ১৩টি। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৯০–৯৫) আবাসিক হল নির্মাণের বাজেট ছিল মাত্র আড়াই কোটি টাকা; যা দ্বারা ২শ' ১৬ জন ছাত্রের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন জিয়াউর রহমান হলের ৬০ ভাগ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। চারতলা ভবনের একটা অংশের কাজ শেষ হলেও টাকার অভাবে অপর অংশটা একতলা হওয়ার পর বন্ধ রয়েছে। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১৯৯৫–২০০০ আইডিবি'র আর্থিক সহায়তায় এক হাজার আসনবিশিষ্ট দু'টি ছাত্র হল নির্মাণের পরিকল্পনা থাকলেও তার কার্যক্রম এখন শুরু হওয়ার সম্ভাবনা নেই। জিয়া হলের বাকি অংশের কাজ সম্পন্ন হলেও আরো ১৫০ জন ছাত্রের থাকার ব্যবস্থা হতে পারে। প্রত্যেক সেশনে ৮/৯শ' ছাত্রছাত্রী সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি হয়। সেশনজটের কারণে একাধিক বর্ষের ছাত্ররা হলে অবস্থান করে। ফলে যে তুলনায় ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয় সে তুলনায় হল ছাড়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা খুবই কম। সাদ্দাম হলে আবাসিক সুবিধা আছে ৫শ' ৪ জনের। প্রতি বছর সেখানে আরও এটাসমেন্ট (অন্তর্ভুক্তি) দেয়া হয় ৫শ' ছাত্রের। এর মধ্যে প্রথম বর্ষ হতে সিট পায় মাত্র ৭২ জন ছাত্র। জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়া হলে দু'শ' দু'শ' করে এটাচমেন্ট দিলেও আসন পায় মাত্র ৪০ জন করে ছাত্রছাত্রী। ১৬।১২ ফিট কক্ষে যেখানে দু'টি আসন থাকার কথা সেখানে আসন দেয়া হয়েছে ৪টি করে। জায়গার স্বল্পতার কারণে জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়া হলে হল লাইব্রেরি নেই। কোনমত দাঁড়িয়ে পেপার পড়ার ব্যবস্থা আছে। সাদ্দাম হলে মসজিদ না থাকায় হল পাঠকক্ষটি মসজিদ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত হল লাইব্রেরি তৈরি হয়নি। হল প্রবেশ দ্বারের করিডোরে দাঁড়িয়েই ছাত্রদেরকে দৈনিক পত্রিকাগুলো পড়তে হয়। ইনডোরস গেমসের জন্য হলে কোন কমনরুম নেই। জায়গার অভাবহেতু কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের বঞ্চিত রেখেছেন বিভিন্ন অধিকার থেকে। ছাত্রী অটি নির্মিত হওয়ায় গত এক বছরে হলে থাকা ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৭ ভাগ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২৫ ভাগে উন্নীত হয়েছে। চলতি সেশন হতে বিজ্ঞান অনুষদে তিনটি বিষয় খোলা হয়েছে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন আগের তুলনায় অতিরিক্ত ছাত্রছাত্রী ভর্তি হবে সাথে সাথে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা–নিরীক্ষার জন ছাত্র–ছাত্রীদের ক্যাম্পাসে থাকা জরুরী। এদের জন্যও নতুন আবাসিক সুবিধার প্রয়োজন হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহ হতে অনেক দূরে হওয়ায় ছাত্রছাত্রীদের আনা– নেয়া করতে ১৩টি বাসের ভাড়া বাবদ বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রতি বছর খরচ করতে হচ্ছে প্রায় ১৩ লাখ টাকা। এক হাজার আসনবিশিষ্ট দু'টি হল নির্মিত হলে এ খরচটা অনেক কমে আসবে, সেই সাথে ছাত্রছাত্রীরাও সুষ্ঠুভাবে নিতে পারবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ।